পড়াশোনা নেই, তবু এমপিও

মাসুদ রানা, ভাঙ্গুড়া (পাবনা) ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৪ মিনিটে

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার অষ্টমনিষা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের দুটি কক্ষে পাটখড়ি ও শুকনা গোবর্জ্য। অন্য দুটি কক্ষে তিন-চারটি ভাঙা চেয়ার-বেঞ্চ পড়ে আছে। ময়লার স্তর দেখেই মনে হয় এখানে পাঠদান কার্যক্রম চলে না। ছবি : কালের কণ্ঠ

অ- অ অ+

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থী ভর্তি, পাঠদান কার্যক্রম ও পরীক্ষার ফলাফলে পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান সন্তোষজনক। তবে নানা অনিয়ম, অভিযোগ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা চলার পরও উপজেলার অষ্টমনিষা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ এমপিওভুক্তি হওয়ায় অবাক হয়েছে এলাকাবাসী।

জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থায়নে পাবনার বেঙ্গলস্টার এরিয়া ওয়ার্ক সোসাইটি নামের একটি এনজিও ১৯৯৯ সালে ভাঙ্গুড়া উপজেলায় তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জায়গা খোঁজে। তখন উপজেলার অষ্টমনিষা ইউনিয়নের অষ্টমনিষা গ্রামে একটি বিদ্যালয়ের জন্য মানিকজান নামের এক ব্যক্তি ৩৩ শতাংশ জমি দান করেন। সে সময় সরকারি অর্থায়নে ওই জায়গায় বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়।

তবে ২০০৪ সালে এনজিওর অর্থাভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়টির পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এ সুযোগে ওই জায়গা ও বিদ্যালয়ের আধাপাকা টিনশেড ঘর দখল করে অষ্টমনিষা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ স্থাপন করেন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলেজে কর্মরত কয়েকজন শিক্ষক। পরে পাশে আরো ২৫ শতাংশ জমি কেনেন তাঁরা। এ সময় পাশের চাটমোহর উপজেলার আটলংকা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক শাহিনুর রহমান অষ্টমনিষা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। এর পর থেকে শাহিনুর রহমান দুই প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করছেন। তবে দীর্ঘদিন এমপিওভুক্তি না হওয়ায় অন্য শিক্ষকরা কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন।

আটলংকা ডিগ্রি কলেজের এমপিওভুক্ত শিক্ষক হওয়ায় অধ্যক্ষ শাহিনুর মাসে দু-একদিন অষ্টমনিষা কলেজে আসতেন। তিনি নিয়মিত না আসায় অন্য শিক্ষকরাও কলেজে আসতেন না। এতে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম আছে শুধু কাগজে-কলমে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কলেজটিতে কখনোই নিয়মিত ক্লাস হতো না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে শুধু পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো হতো। কলেজের অফিস সহকারী নুর মোহাম্মদ সকালে এসে শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেন এবং বিকেলে নামাতেন।

এমপিওভুক্তি ঘোষণার পর সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কলেজটি এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন দখল করে রাখলেও কক্ষগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। দুটি কক্ষে পাটখড়ি ও শুকনা গোবর্জ্য রেখেছে প্রতিবেশীরা। অন্য দুটি কক্ষে তিন-চারটি ভাঙা চেয়ার-বেঞ্চ এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। কক্ষের ভেতর ময়লার স্তর দেখে মনে হয় কখনো এখানে পাঠদান কার্যক্রম চলেনি।

এদিকে এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত উপজেলার তিনটি বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্য দুটি বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়ে গেছে। কিন্তু টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ কর্তৃপক্ষের বাধার কারণে অষ্টমনিষা গ্রামের এ স্কুলটি জাতীয়করণ হয়নি। তবে বিদ্যালয়টি পুনরায় চালু করতে ওই জায়গা ও ভবন উদ্ধারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে উপজেলা প্রশাসনের কাছে ধরনা দিয়েও ব্যর্থ হয়। পরিশেষে বিদ্যালয়টি উদ্ধারে এ বছরের মার্চ মাসে বিদ্যালয়ের সভাপতি ইনাম হোসেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট আরো তিন কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে পাবনার আদালতে মামলা করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহিদ উজ্জ্বল বলেন, ‘সরকারি শর্ত মোতাবেক কলেজের নিজস্ব জায়গা ও ভবন নেই। তাঁদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গা ও ভবন দখল করে ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেখানো হয়েছে। কখনোই সেখানে ক্লাস হতো না।’

অষ্টমনিষা হাসিনা মোমিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল খালেক বলেন, ‘অষ্টমনিষা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে কখনোই পাঠদান কার্যক্রম চলত না। শুধু কাগজে-কলমে কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি দেখিয়ে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো হতো। এর পরও একটি প্রতিষ্ঠান কিভাবে এমপিওভুক্তি হলো, তা বোধগম্য নয়। অথচ এর চেয়ে অনেক ভালো মানের প্রতিষ্ঠান নন-এমপিও রয়ে গেছে।’

দুটি কলেজে চাকরি করার বিষয়টি স্বীকার করে অষ্টমনিষা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ শাহীনুর রহমান বলেন, ‘এমপিওভুক্তির নীতিমালা আমার ভালোভাবে জানা নেই। তাই একসঙ্গে দুটি কলেজে চাকরি করেছি। এখন বিএম কলেজ এমপিওভুক্তি হয়েছে তাই আরেকটি কলেজের চাকরি ছেড়ে দেব।’ তবে পাঠদান কার্যক্রম না চলা এবং কলেজের জমিসংক্রান্ত আইনি জটিলতার বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।